**স্বাধীনতা পুরস্কার-২০১৯**

ভাষণ

**মাননীয় প্রধানমন্ত্রী**

**শেখ হাসিনা**

**বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকা, সোমবার, ১১ চৈত্র ১৪২৫, ২৫ মার্চ ২০১৯**

**বিসমিল্লাহির-রাহমানির রহিম**

**অনুষ্ঠানের সভাপতি,**

**সহকর্মীবৃন্দ,**

**স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ,**

**উপস্থিত সুধিমন্ডলী।**

**আসসলামু আলাইকুম।**

**স্বাধীনতা পুরস্কার ২০১৯ প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।**

**আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।**

**স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ এবং ২ লাখ নির্যাতিত মাবোনকে। শহিদ পরিবারের সদস্যদের এবং যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সমবেদনা জানাচ্ছি। মুক্তিযোদ্ধা ভাইবোনদের প্রতি আমার সালাম।**

**আমি গভীর বেদনার সঙ্গে স্মরণ করছি ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট নিহত আমার মা বেগম ফজিলাতুন নেছা, তিন ভাই, চাচাসহ সেই কালরাতের সকল শহিদকে। পরম করুণাময় আল্লাহর কাছে তাঁদের রুহের মাগফিরাত কামনা করছি।**

**আমি কৃতজ্ঞতা সঙ্গে স্মরণ করছি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার ও জনগণকে- যাঁরা আমাদের মুক্তিসংগ্রামে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।**

**আজ ২৫-এ মার্চ। ১৯৭১ সালে আজকের দিনেই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অপারেশন সার্চ লাইটের নামে নিরীহ মানুষের উপর আধুনিক মারণাস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। হত্যা করেছিল হাজার হাজার নিরস্ত্র মানুষকে। রাজারবাগ পুলিশ লাইন, পিলখালায় তৎকালীন ইপিআর সদরদপ্তর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ পুরানো ঢাকায় তান্ডব চালিয়েছিল পাকিস্তান বাহিনী। তারপর নয় মাস তাদের এ তান্ডব এবং নৃশংসতা অব্যাহত ছিল।**

**সুধী,**

**দেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, চিকিৎসাবিদ্যা, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ক্রীড়া, পল্লিউন্নয়ন, সমাজসেবা, জনপ্রশাসন, গবেষণাসহ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য যেকোন ক্ষেত্রে যাঁরা গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন - এমন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থাকে দেশের সর্বোচ্চ জাতীয় পুরস্কার ‘স্বাধীনতা পুরস্কার’-এ ভূষিত করা হয়।**

**স্ব-স্ব ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের জন্য ২০১৯ সালে সরকার ১৪ জন বিশিষ্ট নাগরিক এবং একটি প্রতিষ্ঠানকে স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত করেছে। স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত বরেণ্য সুধিবৃন্দ ও প্রতিষ্ঠানকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। যাঁরা মরণোত্তর পুরস্কার লাভ করেছেন, তাঁদের স্মৃতির প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধা।**

**সম্মানিত সুধী,**

**বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে একটি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যার পর দেশের অগ্রগতি থেমে যায়।**

**পঁচাত্তর পরবর্তী সরকারগুলো শুধু বঙ্গবন্ধুর নামই মুছে ফেলার চেষ্টা করেছে তা নয়, তারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং অর্জনগুলো একে একে ধ্বংস করেছে। মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তি রাজাকার, আল-বদর, আল শামস-বাহিনীর সদস্যদের রাজনীতিতে পুনর্বাসন করে। জিয়াউর রহমান এবং খালেদা জিয়া চিহ্নিত রাজাকারদের গাড়ি-বাড়িতে জাতীয় পতাকা উড়ানোর সুযোগ করে দেয়। সাম্প্রদায়িক শক্তিকে উসকে দিয়ে দেশে বিভাজনের রাজনীতির পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। তারা সাধারণ মানুষের উন্নয়নের পরিবর্তে নিজেদের ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।**

**দীর্ঘ ২১ বছর পর আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালে সরকার পরিচালনার সুযোগ পায়। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল- এই ৫ বছর ছিল বাংলাদেশের মানুষের জন্য উন্নয়নের সোনালি সময়। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব অগ্রগতি অর্জন করেছিল এ সময়।**

**২০০১ সালে বিএনপি-জামাত সরকার গঠন করে দেশকে আবারও পিছনে নিয়ে যায়। আওয়ামী লীগকে নির্মূল করার জন্য ২১ হাজার নেতাকর্মীকে হত্যা করে। ২০০১ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত বিএনপি-জামাতের দুঃশাসনে দিশেহারা হয়ে পড়ে সাধারণ মানুষ।**

**সুধিবৃন্দ,**

**আমরা টানা দুই মেয়াদে সরকার পরিচালনার ফলে উন্নয়নের সুফলগুলো দৃশ্যমান হচ্ছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ছিল ৭.৮৬ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের প্রক্ষেপণ অনুযায়ী তা ৮ শতাংশ অতিক্রম করবে। মাথাপিছু আয় বর্তমানের ১,৭৫১ মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১,৯০৯ ডলারে উন্নীত হবে।**

**গত দশ বছরে রপ্তানি আয় প্রায় চারগুণ বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৩৬.৬৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে সারাদেশে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের কার্যক্রম চলছে। এসব অঞ্চলে দেশি-বিদেশি ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। এক কোটিরও বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে এসব অর্থনৈতিক অঞ্চলে।**

**আমরা মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উদ্বোধন করেছি। রূপপুরে ২ হাজার ৪০০ মেগাওয়াট পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ কাজও এগিয়ে চলছে। বর্তমানে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২০ হাজার ৭৭৫ মেগাওয়াট এবং বিদ্যুৎ সুবিধাভোগী জনসংখ্যা ৯২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ২০২০ সালের মধ্যে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে যাবে।**

**খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমরা কৃষিখাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছি। কৃষি উপকরণ সহজলভ্য করা হয়েছে। বিনা জামানতে কৃষি ঋণসহ প্রান্তিক চাষীদের কল্যাণে নেওয়া হয়েছে নানা কর্মসূচি।**

**১৩০টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ৭৬ লাখ ৩২ হাজার ব্যক্তি বা পরিবারকে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এই খাতে বরাদ্দ চলতি অর্থবছরে ৬৪ হাজার ১৭৭ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে, যা বর্তমান বাজেটের ১৩ শতাংশের বেশি।**

**‘জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০১০’ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ২০১০ সাল থেকে নিয়মিত ১লা জানুয়ারি শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ২৬ হাজারেরও অধিক রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হয়েছে। অপেক্ষাকৃত অনুন্নত এলাকায় মিড-ডে মিল চালু করা হয়েছে।**

**দেশের যে-সকল উপজেলায় কোন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ নেই সে-সকল উপজেলায় একটি করে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও একটি করে কলেজ সরকারি করা হচ্ছে। সাক্ষরতার হার ৭৩ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।**

**নিজস্ব অর্থায়নে ৬ দশমিক এক-পাঁচ কিলোমিটার দীর্ঘ ‘পদ্মা সেতু’র নির্মাণকাজ দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে চলেছে। ইতোমধ্যে ৭৪ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে। ঢাকায় মেট্রোরেল ও এলিভেটেট এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে। কর্ণফুলি নদীর তলদেশে দেশের প্রথম টানেল নির্মাণের কাজ চলছে।**

**২০৩০ সালের মধ্যে ‘টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন, ২০৪১ সাল নাগাদ সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণ এবং সর্বোপরি ‘ডেল্টা প্ল্যান-২১০০’ বাস্তবায়নের পথে অগ্রসর হওয়ার লক্ষ্যে আমরা দৃঢ় প্রত্যয়ী।**

**চলমান প্রকল্পগুলো সম্পন্ন হলে আগামি পাঁচ বছরে বাংলাদেশের চেহারা পাল্টে যাবে।**

**সুধী,**

**আমাদের সরকার জীবিত ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে ‘মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮’ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে।**

**এ ট্রাস্টের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতাপ্রাপ্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, শহিদ পরিবার ও মৃত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে স্বল্পমূল্যে রেশনসামগ্রী প্রদান করা হচ্ছে। তাঁদের উৎসব ভাতা, দেশে ও বিদেশে চিকিৎসা-খরচের পাশাপাশি বিজয় দিবস ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।**

**শহিদ ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে মোহাম্মদপুরে দুটি বেইজমেন্টসহ ১৫তলা বিশিষ্ট আবাসিক-কাম-বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে মুজিব নগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিকেন্দ্র; সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা স্তম্ভ; মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ; মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর; মুক্তিযুদ্ধকালীন উল্লেখযোগ্য সম্মুখ সমরের স্থান সংরক্ষণ ও উন্নয়নসহ ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ করে দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া জেলা ও উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ সমাপ্তির পথে রয়েছে।**

**সুধিমন্ডলী,**

**২০২০ সাল জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী। আমরা ২০২০ সালকে মুজিব বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছি। ২০২১ সালে উদ্‌যাপিত হবে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী -এই দুই মাহেন্দ্রক্ষণকে সামনে রেখে আমরা বাংলাদেশকে আরও উচ্চ আসনে নিয়ে যেতে চাই।**

**আমাদের সকলের মেধা-মনন কাজে লাগিয়ে এ দেশের সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন আরও এগিয়ে নিতে চাই। আসুন, আমরা সকল বিভেদ ভুলে দেশের এবং দেশের মানুষের কল্যাণে নিজেদের নিয়োজিত করি।**

**স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধিবৃন্দ,**

**২০১৮ সাল পর্যন্ত ২৬৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ২৬টি প্রতিষ্ঠান স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ আপনারা আজ সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে ভূষিত হলেন।**

**এদেশের প্রতিটি ধূলিকণা শহিদের রক্তে রঞ্জিত। তাই শহিদদের কাছে আমাদের ঋণ শোধ হওয়ার নয়। আসুন, আমরা সকলে মিলে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে ৩০ লাখ শহিদের রক্তের ঋণ পরিশোধ করি।**

**যে জাতি ভাষার জন্য, স্বাধীনতার জন্য, গণতন্ত্রের জন্য জীবন দিতে পারে, সেই অকুতোভয় জাতি অবশ্যই প্রগতি ও উন্নয়নের পথ থেকে সকল বাধা অপসারণ করে বিশ্ব দরবারে মর্যাদার সঙ্গে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবেই।**

**আসুন, আমরা সবাই মিলে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলি।**

**খোদা হাফেজ।**

**জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু**

**বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।**

**...**